দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা প্রসঙ্গে

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করা হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত প্রায় অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। তাদের ফেল করা এক বিষয়ে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেয়ার যে প্রস্তাব উঠেছিলো, কার্যতঃ তা অনুমোদিত না হওয়ায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে নেমে এসেছে হতাশা। কারণ এ সব ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে এত স্বল্প সময়ে ক্রম পরিবর্তনশীল পাঠ্যসূচীর অধীনে সব বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা দেয়া সত্যিই কষ্টকর। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও হতাশা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অথচ এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের কেবল ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তাবটি শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ হতেই উঠেছিলো। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে গিয়ে প্রস্তাবটি আর টেকেনি। তাই স্বাভাবিকভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে হতাশার সঞ্চার করেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ফেলের হার এখন পর্যন্ত রীতিমত উদ্বেগজনক। পরীক্ষায় ফেল করে বহু তরুণ ছাত্রকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করার মতো চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে একদিকে যেমন এ ধরনের সমস্যা ও সংকটের বীজ রয়েছে, অন্যদিকে এ শিক্ষা ব্যবস্থার অনাবশ্যক জটিলতা ও চাপের মুখে পরীক্ষা পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ ও যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের নকল প্রবণতার উৎস। এর জন্য কেবল তরুণ শিক্ষার্থীদের ওপর সব দোষ চাপিয়ে রেহাই পেতে চাইলে তা হবে আত্ম প্রবঞ্চনারই নামান্তর। আমাদের মতো শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দেশে প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করে তাদের ভবিষ্যতের কথাটিও আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অতীতেও এক বিষয়ে ফেল অথচ দ্বিতীয় বিভাগে মার্কস পাওয়া শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার নিয়ম চালু ছিলো। প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানে এখন পর্যন্ত এই নিয়ম চালু আছে। আমাদের দেশে সেই নিয়ম পুনরায় চালু করতে বাধা কোথায়?

—মোজহারুল হক (বাবুল)